দৈনিক ইনকিলাব

132

তারিখ 06 MAY 1987
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩
২২শে বৈশাখ ১৩৯৪ W.N

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

# শিক্ষাঙ্গন

## আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসঙ্গে কিছু কথা

মানব সভ্যতার সূচনালগ্ন হতে শুরু করে আজ অবধি শিক্ষাই হচ্ছে মানুষের ক্রমবিকাশের প্রধান উপায়। শিক্ষাই হচ্ছে জাতীর উন্নতি ও সমৃদ্ধের সোপান। শিক্ষা ছাড়া কোন দেশ, জাতি তাদের গৌরবউজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করতে পারে না। কিন্তু সে শিক্ষা অর্জন করতে আজ আমাদের এত অনীহা কেন? কেন আমাদর এই অবনতি? এ জন্য দায়ী কে? আমাদের সমাজ না কোন কুচক্রী মহল? মানুষ যেমন মেরুদণ্ড ছাড়া বাঁচতে পারেনা, তেমনি জাতির মেরুদণ্ড হচ্ছে শিক্ষা। অথচ যে জাতি শিক্ষা অর্জনে পিছিয়ে সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। বিশ্বে যখন চলছে জ্ঞানার্জনের প্রতিযোগিতা, আমাদের দেশে তখন চলছে খুন, রাহাজানি, সন্ত্রাস, ডাকাতি, অত্যাচার, ধর্ষণ প্রভৃতি অসামাজিক কাজের প্রতিযোগিতা। একমাত্র শিক্ষাই এই অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে। তবে সে শিক্ষা হতে হবে সুশিক্ষা, জীবনে যা সত্য ও সুন্দর তাকে শ্বাশত বলে জানতে হবে এবং যা কুৎষিৎ তাকে পরিত্যাগ করতে হবে। একটা শিশু জন্মগ্রহণ করার পর হতে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার শিক্ষা জীবন বলা চলে।

শিশুকে শিক্ষা দেয়ার দায়িত্ব পারিবার, সমাজ, তথা সমগ্রজাতির। দুঃখের বিষয় হলেও সত্য যে, আমাদের দেশে শিক্ষার হার দিন দিন যেমন হ্রাস পাচ্ছে তেমনি এর পাশাপাশি শিক্ষার মানও হ্রাস পাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত আজ দেখা যায় নৈরাজ্য, অরাজুগতা আর বিশৃঙ্খলা, যা একটা জাতির জন্য অশুভ। শিক্ষাক্ষেত্রেও চলছে আজ বৈষম্য। দারিদ্র্য ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ধনীদের জন্য আর এক ধরনের। যেমন ব্যয়বহুল কিণ্ডারগার্ডেন, ক্যাডেট কলেজ ইত্যাদি। ছাত্ররা আজ টিউশনি পড়তে এবং নকলের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, তার কারণ ক্লাসে ঠিকমত শিক্ষা দেয়া হচ্ছে না। একটা ছাত্রের শিক্ষাক্ষেত্রে যা প্রয়োজন তা সে পাচ্ছে না। আর একজন শিক্ষকও পাচ্ছেন না তার ন্যায্য পাওয়া যার ফলশ্রুতিতে তাকে টিউশনি পড়াতে হচ্ছে। বিজ্ঞানের যুগে ক্রমবিকাশমান পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ আমাদের শপথ হবে একটাই সেটা হচ্ছে জ্ঞানের বিপ্লব। আর পৃথিবীর বুকে শিক্ষিত জাতি হিসেবে টিকে থাকার জন্য তা হচ্ছে অপরিহার্য।

—জুবায়ের আহমদ।